১। যীশু ঈশ্বরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান।

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান

আপনার খুশীমত যে কোন জিনিষ চেয়ে নেবার সুযোগ যদি আপনি কোন দিন পান তবে আপনি কি চাইবেন। হয়ত অনেকে ধন-সম্পদ চাইবেন। অন্য অনেকে হয়ত স্বাস্থ্য, সুখ, সম্প্রীতি ইত্যাদির একটি চাইবেন, যা অর্থ দিয়ে কেনা যায় না।

শাশ্বত সুখ নিশ্চয় আপনি চাইবেন কিন্তু কে এই সুখ দিতে পারেন? যে সুখের কোন শেষ নেই, সেই সুখ একমাত্র তিনিই দিতে পারেন যিনি আপনাকে অনন্ত জীবন দিতে সমর্থ। তিনি ঈশ্বর, স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও তন্মধ্যস্থিত সমুদয় বস্তুর স্রষ্টা।

নিত্য স্থায়ী সুখ বড় সাধারণ জিনিস নয়। আর তা আপনাকে দেবার জন্য ঈশ্বরের আশ্চর্য্য অবদানও অতি মহৎ। তিনি আপনাকে এত প্রেম করেন যে আপনার বন্ধুরূপে তাঁর একজাত পুত্র যীশুকে তিনি জগতে পাঠিয়ে দিলেন। যারা তাঁকে গ্রহণ করে, অনন্ত সুখের অধিকারী তারা হয়। তাই যীশু আপনার জন্য ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ দান।

ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা

এবার আপনি নিশ্চয়ই জানতে চাইবেন কিভাবে শ্রেষ্ঠ দান পাওয়া যায়। এ বিষয়ে ঈশ্বর আমাদের নির্দ্দেশ দিয়েছেন তাঁর আশ্চর্য পুস্তক—বাইবেলে। বাইবেলকে আমরা ঈশ্বরের বাক্য বলি কারণ ঈশ্বর নিজে বাইবেলের লেখকগণকে এর বিষয়বস্তু জানিয়েছেন।

যীশুর জন্মের শত শত বৎসর আগে থেকেই ঈশ্বর ভাববাদীগণকে আগামী ঘটনা সম্পর্কে জানিয়ে রেখেছিলেন। ভাববাদীগণ ঈশ্বরের এই সকল বাক্য বা ভাববাণী বাইবেলের প্রথম খণ্ডে লিখে গিয়েছেন। ঈশ্বর তাঁদের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে তিনি তাঁর পুত্রকে মানুষের মুক্তিদাতা রূপে পাঠাবেন। তাঁরা লিখেছেন :—

* সেই মুক্তিদাতা বৈথলেহমে জন্মাবেন।
* তিনি কুমারীর গর্ভে জন্মাবেন।
* তিনি হবেন দায়ূদ বংশীয়।

স্বর্গদূত ও মরিয়ম

যীশুর জন্মের প্রায় ৬৭৫ বৎসর আগে ভাববাদী যিশাইয় লিখেছিলেন :—

"দেখ, এক কন্যা গর্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব করিবে, ও তাহার নাম ইম্মানুয়েল রাখিবে।" যিশাইয় ৭ : ১৪।

ইম্মানুয়েল কথার অর্থ, "আমাদের সহিত ঈশ্বর"। শেষ পর্য্যন্ত ঈশ্বরের এই প্রতিজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হ'ল। আজ থেকে প্রায় ২০০০ বৎসর আগে ঈশ্বর মরিয়ম নাম্নী এক ধার্ম্মিকা কুমারীর কাছে স্বর্গদূত দ্বারা এক বাণী পাঠিয়েছিলেন। মরিয়মের এই অভিজ্ঞতার বিষয়ে লূক নামে এক চিকিৎসক বাইবেলে লিপিবদ্ধ করেছেন :

"পরে ষষ্ঠ মাসে গাব্রিয়েল দূত ঈশ্বরের নিকট হইতে গালীল দেশের নাসরৎ নামক নগরে একটি কুমারীর নিকটে প্রেরিত হইলেন, তিনি দায়ূদ কুলের যোষেফ নামক পুরুষের সহিত বাগদত্তা

হইয়াছিলেন ; সেই কুমারীর নাম মরিয়ম। দূত গৃহ মধ্যে তাঁহার কাছে আসিয়া কহিলেন, অয়ি মহানুগৃহীতে, মঙ্গল হউক ; প্রভু তোমার সহবর্ত্তী।

কিন্তু তিনি সেই বাক্যে অতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন, আর মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিলেন, এ কেমন মঙ্গলবাদ? দূত তাঁহাকে কহিলেন, মরিয়ম, ভয় করিও না, কেননা তুমি ঈশ্বরের নিকট অনুগ্রহ পাইয়াছ। আর দেখ, তুমি গর্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব করিবে, ও তাহার নাম যীশু রাখিবে। তিনি মহান হইবেন, আর তাঁহাকে পরাৎপরের পুত্র বলা যাইবে ; আর প্রভু ঈশ্বর তাঁহার পিতা দায়ূদের সিংহাসন তাঁহাকে দিবেন ; তিনি যাকোব-কুলের উপর যুগে যুগে রাজত্ব করিবেন ও তাঁহার রাজ্যের শেষ হইবে না।

তখন মরিয়ম দূতকে কহিলেন ইহা কিরূপে হইবে? আমি তো পুরুষকে জানি না। দূত উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিলেন পবিত্র আত্মা তোমার উপরে আসিবেন ; এবং পরাৎপরের শক্তি তোমার উপরে ছায়া করিবে ; এই কারণে যে পবিত্র সন্তান জন্মিবেন, তাঁহাকে ঈশ্বরের পুত্র বলা যাইবে। তখন মরিয়ম কহিলেন, দেখুন, আমি প্রভুর দাসী ; আপনার বাক্যানুসারে আমার প্রতি ঘটুক ; পরে দূত তাঁহার নিকট হইতে প্রস্থান করিলেন। লুক ১ ঃ ২৬-৩৮

ঈশ্বরকে প্রভু নামে অভিহিত করা হয়। তখন মরিয়ম কি ঘটতে যাচ্ছে সে বিষয়ে কিছু জানতেন না কিন্তু ঈশ্বরের বিশ্বস্ত সেবিকারূপে যে কোন ঘটনার সম্মুখীন হ'তে তিনি প্রস্তুত ছিলেন।

দূতের মুখে এই বাণী শোনার কিছুকাল পরেই মরিয়ম বুঝলেন যে তাঁর শরীরে একটা বিরাট পরিবর্ত্তন হচ্ছে। তিনি উপলব্ধি করলেন যে তিনি সন্তানের মা হতে চলেছেন, যে সন্তানের কোন জাগতিক পিতৃ পরিচয় থাকবে না। ঈশ্বর তাঁর পুত্রের মা হবার জন্য তাঁকে মনোনীত করেছেন। মরিয়ম এক কঠোর সমস্যার সম্মুখীন হ'লেন। কে বিশ্বাস করবে তাঁকে। আসল ঘটনা কে শুনতে চাইবে? এক ধার্ম্মিক পুরুষের কাছে তিনি বাগদত্তা। যোষেফ নামক এই পুরুষটি যখন শুনবেন যে মরিয়ম গর্ভবতী তখন কি ভাববেন তিনি? যদি তিনি মরিয়মকে দোষী ক'রে তাঁর দোষ প্রকাশ করে দেন তবে তাঁকে প্রস্তরাঘাতে হত হ'তে হবে। তিনি কি করবেন?

ইলীশাবেতের প্রতি ঈশ্বরের যে অদ্ভুত কাজ ঘটবে দূতের মুখে মরিয়ম সে সংবাদ পেয়ে ভাবলেন হয়ত তিনি তাঁর সকল কথা বুঝতে পারবেন। এই ভেবে তিনি জ্ঞাতি ইলীশাবেৎ ও তাঁর স্বামী সখরিয়ের বাড়ীতে গিয়ে ৩ মাস থাকলেন।

মরিয়মকে দেখা মাত্রই পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হ'য়ে ইলীশাবেৎ বলে উঠলেন, নারীগণের মধ্যে তুমি ধন্য, এবং ধন্য তোমার জঠরের ফল। আর আমার এমন সৌভাগ্য কোথা হইতে হইল?

মরিয়ম বলিলেন,

"আমার প্রাণ প্রভুর মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে, আমার আত্মা আমার ত্রাণকর্ত্তা ঈশ্বরে উল্লসিত হইয়াছে। কারণ তিনি নিজ দাসীর নীচ অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, কেননা দেখ, এই অবধি

পুরুষানুক্রমে সকলে আমাকে ধন্য বলিবে। কারণ যিনি পরাক্রমী, তিনি আমার জন্য মহৎ মহৎ কার্য্য করিয়াছেন। এবং তাঁহার নাম পবিত্র। লূক ১ : ৪১-৪৩, ৪৬-৪৯

এই লাবণ্যময়ী তরুণী ঈশ্বরকে ভালবাসতেন, তাঁর সেবা আরাধনা করতেন। ইনি বুদ্ধিমতী, বিনম্রা, বিশ্বস্তা, বাধ্য, বিনয়ী ও অন্যান্য গুণে বিভূষিতা ছিলেন। মুক্তিদাতার আগমনে, তিনি এক উল্লেখযোগ্য সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এজন্য আমরা তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ। স্বর্গদূত ও ইলীশাবেৎ উভয়েই মরিয়মকে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি যীশু-জননী। কিন্তু তাঁরা মরিয়মের স্তব করেন নি। আমরাও মরিয়মের উপাসনা করি না। মরিয়ম নিজেই ঈশ্বরকে তাঁর মুক্তিদাতা রূপে স্বীকার করেছেন।

স্বর্গদূত ও যোষেফ

মরিয়ম গর্ভবতী একথা জানতে পেরে যোষেফ কি করলেন?

যোষেফের সাথে মরিয়মের বিবাহ স্থিরীকৃত হয়েছিল। যোষেফ কখনও অন্যায়ের প্রশ্রয় দিতেন না। কিন্তু এ সময়ে যোষেফ মরিয়মের গর্ভের বিষয় প্রকাশ করতে চাইলেন না পাছে তাঁকে হত হ'তে হয়। তৎপরিবর্ত্তে তিনি মরিয়মকে গোপনে ত্যাগ করার মনস্থ করলেন। এই সকল কথা তিনি ভাবছেন এমন সময় এক স্বর্গদূত তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে স্বপ্নে বললেন "যোষেফ, দায়ূদ সন্তান, তোমার স্ত্রী মরিয়মকে গ্রহণ করিতে ভয় করিও না, কেননা তাঁহার গর্ভে যাহা জন্মিয়াছে তাহা পবিত্র আত্মা হইতে হইয়াছে; আর তিনি

পুত্র প্রসব করিবেন, এবং তুমি তাঁহার নাম যীশু (ত্রাণকর্ত্তা) রাখিবে; কারণ তিনিই আপন প্রজাদিগকে তাহাদের পাপ হইতে ত্রাণ করিবেন।

"পরে যোষেফ নিদ্রা হইতে উঠিয়া, প্রভুর দূত তাঁহাকে যেরূপ আদেশ করিয়াছিলেন সেইরূপ করিলেন, আপন স্ত্রীকে গ্রহণ করিলেন, আর যে পর্য্যন্ত ইনি পুত্র প্রসব না করিলেন, সেই পর্য্যন্ত যোষেফ তাঁহার পরিচয় লইলেন না, আর তিনি পুত্রের নাম যীশু রাখিলেন।"

মথি ১ : ১৯-২১, ২৪, ২৫

বৈথলেহমে জাত

সে সময়ে আগস্ত কৈশর এক নিয়ম করলেন যে তাঁর রাজ্যের সকলকে রাজধানীতে এসে নাম লিখিয়ে যেতে হবে। মরিয়ম ও যোষেফ দায়ূদের বংশজাত ছিলেন তাই নাম লিখাবার জন্য তাঁদের বৈৎলেহম দায়ূদের নগরীতে আসতে হয়েছিল। মীখা ভাববাদীর কথা এইভাবে পূর্ণ হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন যে বৈৎলেহমে ত্রাণকর্ত্তার জন্ম হবে। মরিয়মের ও যোষেফের জন্য পান্থশালায় স্থান পাওয়া যায়নি। তাই তাঁরা এক গোশালায় আশ্রয় নিলেন। এখানেই যীশুর জন্ম হ'ল। এক স্বর্গদূত প্রভুর জন্ম সংবাদ নিকটে পালচৌকিতে রত কয়েকজন মেষপালককে দিয়েছিলেন :—

"ভয় করিও না, কেননা দেখ, আমি তোমাদিগকে মহানন্দের সুসমাচার জানাইতেছি; সেই আনন্দ সমুদয় লোকেরই হইবে কারণ অদ্য দায়ূদের নগরে তোমাদের জন্য ত্রাণকর্ত্তা জন্মিয়াছেন;

তিনি খ্রীষ্ট প্রভু। আর তোমাদের জন্য ইহাই চিহ্ন, তোমরা দেখিতে পাইবে, একটি শিশু কাপড়ে জড়ানো ও যাবপাত্রে শয়ান রহিয়াছে।

পরে হঠাৎ স্বর্গীয় বাহিনীর এক বৃহৎ দল ঐ দূতের সঙ্গী হইয়া ঈশ্বরের স্তব গান করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, উর্দ্ধলোকে ঈশ্বরের মহিমা, পৃথিবীতে (তাঁহার) প্রীতিপাত্র মনুষ্যদের মধ্যে শান্তি।

লূক ২ ঃ ১০-১৪

মেষপালকেরা যীশুকে খুঁজে পেয়েছিল। তারা মুক্তিদাতাকে যাবপাত্রে আবিষ্কার করেছিল। ঈশ্বরের মহৎ দানের জন্য তারা তাঁর গৌরব করেছিল। কয়েকজন জ্ঞানী লোকও বিভিন্ন দেশ থেকে শিশু যীশুকে দেখতে এসেছিল। পরে দুষ্ট রাজা হেরোদ যীশুকে বধ করার সংকল্প করলে যোষেফ ও মরিয়ম যীশুকে নিয়ে মিশরে পালিয়ে গিয়েছিলেন। তারও পরে তাঁরা নাসারতে গিয়ে বাস করেন এবং যীশু সেখানেই মানুষ হন।

———